SHODH PATRA
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN : 3048-7196, Impact Factor 6.3
Vol. 2, No. 1, Year 2025
Available online : https://shodhpatra.in/

স্মৃতিশাস্ত্রে মনুসংহিতার স্থান

RAHUL DAN
রাহুল দাঁ
Research Scholar, Bankura University, Bankura, West Bengal
Email- rahuldankht@gmail.com
(RAHUL DAN, C/O- BABULAL DAN, VILL- SIMLA, P.O- KESHIA, P.S- KHATRA, DIST- BANKURA, PIN NO- 722140, W.B)

ভূমিকা

স্মৃ ধাতুর সঙ্গে ***ক্তিন্*** প্রত্যয় যোগ করে ***স্মৃতি*** শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। ***স্মৃ*** ধাতুর অর্থ স্মরণ করা বা মনে করা। যাকে স্মরণ করা হয় তা-ই হলো স্মৃতি। স্মরণ করা বা মনে করা এই ক্রিয়াটির একটি পূর্ব ক্রিয়া আছে। পূর্বে সংঘটিত কোনো বিষয়, ক্রিয়া প্রভৃতিকেই আমরা পরে স্মরণ করি। অতএব স্মৃতি শব্দটির ক্ষেত্রে যেমন পূর্বক্রিয়া অপেক্ষিত, তেমনিই স্মৃতির আলোচনায় তার পূর্ব অপেক্ষিত বিষয় শ্রুতি অর্থাৎ বেদ বা বৈদিক সাহিত্যের প্রাসঙ্গিক অংশের আলোচনাও প্রয়োজন।

ঋগ্বেদে ধর্ম শব্দটি কোথাও ধারক, রক্ষক, কোথাও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ব্যবহার বা আচারবিধি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সমূহ ধর্মীয় কর্তব্যকে ধর্ম বলা হয়েছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে ধর্ম বলতে বিভিন্ন আশ্রমের পালনীয় কর্তব্যসমূহকে বোঝানো হয়েছে। ধর্ম বলতে সমস্ত বর্ণের কর্তব্যকে বোঝানো হয়েছে, ***বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো ব্রূহি ধর্মানশেষতঃ।***[1] সম্প্রসারিত অর্থে ধর্ম শব্দের ব্যবহার রয়েছে, ***ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।***[2] ধর্মের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন[3]। **যথা- বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, নৈমিত্তিকধর্ম এবং গুণধর্ম**। এই ধর্মশাস্ত্রের অপর নামই স্মৃতি। মনুসংহিতার

[1] যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি
[2] মহাভারত
[3] মেধাতিথি (মনুভাষ্য)

© Shodh Patra

SHODH PATRA
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN : 3048-7196, Impact Factor 6.3
Vol. 2, No. 1, Year 2025
Available online : https://shodhpatra.in/

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে ধর্মশাস্ত্রই স্মৃতি, ***ধর্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ।***[4] এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় পরিষ্কার বলেছেন- ***মন্বাদিশাস্ত্রং স্মৃতিঃ***।[5] অর্থাৎ মনু প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্রই স্মৃতিপদবাচ্য। স্মৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে- ***স্মৃতিস্তু ধর্মসংহিতা***।[6] এ সম্পর্কে অমরকোষের টীকায় বলা হয়েছে- ***মহর্ষিভির্বেদস্য স্মরণং স্মৃতিঃ। তদর্থত্বাৎ তন্নিবন্ধনমন্বাদিপ্রণীতোঽপি স্মৃতিঃ***। অর্থাৎ মহর্ষিগণ কর্তৃক বেদের স্মরণকে স্মৃতি বলে।

বর্তমানে মনুস্মৃতিকে আমরা যে অবস্থাই পাই মনুস্মৃতি প্রথম থেকে সেরকম ছিল না। মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৫৮ সংখ্যক[7] বক্তব্য অনুসারে ব্রহ্মা এই শাস্ত্র নির্মাণ করে প্রথমে তাঁর শিষ্য মনুকে শিখিয়েছিলেন। তারপর মনু তা মারীচ প্রভৃতি ঋষিদের শিখিয়েছিলেন। আবার উক্ত অধ্যায়ের ৫৯ সংখ্যক[8] শ্লোকে উক্ত হয়েছে যে মনু শিষ্য ভৃগু এই মানবস্মৃতি শাস্ত্র ঋষিদের শোনাবেন। অতএব একথা সত্য যে বহু স্তর না হলেও অন্ততঃ তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে মনুসংহিতা বর্তমানে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বিশ্লেষণ

ভারতবর্ষীয় চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণায় যুগযুগ ধরে মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি ধর্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সশ্রদ্ধ স্থান অধিকার করে আছে। বস্তুত মনু নামটি ভারতবর্ষে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত ও গৃহীত হয়। সেই জন্য মনু রচিত স্মৃতি বা সংহিতা বেদের মতোই হিন্দুদের কাছে পূজনীয়। শঙ্করাচার্য, কুমারিল ভট্ট এবং শবরস্বামীর মতো প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রে মনুর প্রশ্নাতীত কর্তৃত্ব স্বীকার করেন। মনুসংহিতার দুই যশস্বী ভাষ্যকার মেধাতিথি ও কুল্লূকভট্ট শ্রুতি ও অন্যান্য স্মৃতি গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করে মনুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে প্রয়াসী হয়েছেন। এক্ষেত্রে এঁরা উভয়েই

---

[4] মনুসংহিতা 2/10

[5] কুল্লূকভট্ট (মন্বর্থমুক্তাবলী)

[6] অমরকোষ

[7] "ইদং শাস্ত্রন্তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ।
বিধিবদ্ গ্রাহয়ামাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্।।"

[8] "এতদ্বোঽয়ং ভৃগুঃ শাস্ত্রং শাবয়িষ্যত্যশেষতঃ।
এতদ্ধি মত্তোঽধিজগে সর্বমেষোঽখিলং মুনিঃ।।"

© Shodh Patra

SHODH PATRA
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN : 3048-7196, Impact Factor 6.3
Vol. 2, No. 1, Year 2025
Available online : https://shodhpatra.in/

একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে- মনু যা কিছু বলেছেন তা ঔষধের মতো উপকারী ও সাদরে গ্রহণযোগ্য।

"মনুর্বৈ যত্ কিঞ্চিদবদত্ তদ্ভেষজং ভেষজতায়াঃ।"[9]

মেধাতিথি তাঁর ভাষ্যে একটি অজ্ঞাত শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেখানে বলা হয়েছে যে, মহর্ষিগণ ঋক্ প্রভৃতি বেদ বা সংহিতার প্রবক্তা, আর স্মৃতির প্রবক্তা মনু।

"ঋচো যজূংষি সামানি মন্ত্রা আথর্বণাশ্চ যে।

মহর্ষিভিস্তু তত্ প্রোক্তং স্মার্তং তু মনুরব্রবীত্।।"[10]

কুল্লূকভট্ট একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন যার বক্তব্য বেদার্থের ব্যাখ্যাতা বলে এবং বৈদিক বিধি সমূহের প্রতি অবিচলিত আনুগত্য প্রকাশের কারণে সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে মনুর প্রাধান্য অবিসংবাদিত। যে স্মৃতিগ্রন্থ মনুর বিপরীত ধারণার বাহক তার মূল্য নেই। মনুস্মৃতিই ধর্ম অর্থ এবং মোক্ষের উপদেশ দেয়।

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাত্ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।

মন্বর্থবিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে।।"[11]

"তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চ।

ধর্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে।।"[12]

কুল্লূকভট্ট মনুস্মৃতির প্রাধান্য প্রতিপাদনে প্রয়াসী হয়ে মহাভারত থেকেও একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেখানে বলা হয়েছে যে, পুরাণ, মনুস্মৃতি, বেদ এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বচনকে বিরূপ যুক্তি ও তর্কের দ্বারা বিরোধিতা করা ঠিক নয়।

---

[9] ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণ

[10] মেধাতিথি (মনুভাষ্য)

[11] বৃহস্পতি-স্মৃতি

[12] তদেব

© Shodh Patra

SHODH PATRA
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN : 3048-7196, Impact Factor 6.3
Vol. 2, No. 1, Year 2025
Available online : https://shodhpatra.in/

মেধাতিথি এবং কুল্লূক ভট্ট উভয়েই মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৫৮ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একথা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন যে বর্তমানে প্রচলিত মনুস্মৃতিই মানবধর্মশাস্ত্র। তাঁদের মতে এই শাস্ত্রের উদগাতা ব্রহ্মা। মেধাতিথি ব্রহ্মার গ্রন্থকর্তৃত্ব প্রসঙ্গে দুটি যুক্তি উত্থাপন করেছেন। ব্রহ্মা অসংখ্য বিধি ও নিষেধের কথা বলেছেন, আর সেই বিধি-নিষেধ সংকলন করে গ্রন্থ রচনা করেছেন মনু। তিনি আরও বলেছেন যে- ব্রহ্মা প্রথম এই শাস্ত্র রচনা করলেও অন্যেরা মনুকেই স্মৃতিগ্রন্থের লেখকরূপে উল্লেখ করে থাকেন। পবিত্র নদী গঙ্গার উৎপত্তি হয়েছিল স্বর্গে তবু হিমালয় পর্বতে তাঁকে প্রথম দেখা গিয়েছিল বলে গঙ্গা হৈমবতী নামে পরিচিত, তেমনি ব্রহ্মার কাছ থেকে জাত হলেও মনুর মুখে স্মৃতি বচন আমরা প্রথম শুনতে পাই বলে মনুকেই এর রচয়িতা বলা হয়। মেধাতিথি সংশ্লিষ্ট আলোচনা শেষ করেছেন এই বলে যে, নারদ বলেন শতসহস্রশ্লোকযুক্ত মনুস্মৃতি রচনা করেছিলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা, পরবর্তীকালে আচার্য মনু এবং অন্যান্যরা তার সংক্ষেপীকরণ করেন- ***"নারদশ্চ স্মরতি শতসহস্রো গ্রন্থঃ প্রজাপতিনা কৃতঃ, স মন্বাদিভিঃ ক্রমেণ সংক্ষিপ্ত ইতি।"***

আচার্য মনু সম্পর্কে এসব উক্তি কিংবা মনুসংহিতার মাহাত্ম্য সম্পর্কে এসব গরিমাময় বচন ভারতীয় হিন্দুর কাছে যতই শ্রদ্ধেয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, সাধারণ পাঠক, জিজ্ঞাসু গবেষক এবং উৎসুক ঐতিহাসিকের কাছে তার ততটা মূল্য নেই কারণ এখানে বিশ্বাস যতটা বলবান, যুক্তিতথ্য ততটাই দুর্বল। মনুসম্পর্কে এসব শ্রদ্ধাসিঞ্চিত বচন এবং প্রশস্তিবাচক কাহিনী পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে, কিন্তু মনুস্মৃতির প্রামাণ্য ও কর্তৃত্ব বিষয়ে যে সব যুক্তি প্রদত্ত হয়েছে, সেগুলি অত্যন্ত দুর্বল। মনুস্মৃতির মাহাত্ম্য বিষয়ে ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের যে বচনটি উদ্ধৃত হয়েছে তাও সঠিক নয়। কাঠক সংহিতা, মৈত্রায়ণী সংহিতা ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় এবং তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তরে এই বচনটি পাওয়া যায়। কিন্তু উক্ত চারটি গ্রন্থে সেই বচন মনু কর্তৃক দৃষ্ট বৈদিক মন্ত্র সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে। উদ্ধৃত বচনে ভেষজসদৃশ মনুবাক্যের উপকারিতা সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে এরকম অনুমান করা চলে যে, মানব জাতির পিতা সম্পর্কে এরকম অনেক উক্তি প্রচলিত ছিল এবং চার বেদের সংকলকদের তা জানাও ছিল। এটা অসম্ভব নয় যে, মনুসম্পর্কিত সেসব উক্তির মধ্যে স্মার্ত এবং ধর্মশাস্ত্রসম্মত উক্তিও নিশ্চয় ছিল।

© Shodh Patra

SHODH PATRA
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN : 3048-7196, Impact Factor 6.3
Vol. 2, No. 1, Year 2025
Available online : https://shodhpatra.in/

কিন্তু উদ্ধৃত বচনে মনুস্মৃতিকেই বোঝানো হয়েছে বলে মেধাতিথি এবং কুল্লূকভট্ট যে অনুমান করেছেন তা প্রমাণ করা কঠিন, সে প্রমাণের জন্য অত্যন্ত যুক্তি দরকার, কারণ উদ্ধৃত বচনের ভাষা এবং তার উদ্দিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে বেদের ভাষা ও বিষয়ের মিল নেই। তবে একথা বলা যায় যে সোরকম কোনো প্রমাণ এক্ষেত্রে নেই এবং তা কখনোই দেওয়া যাবে না। বরং মহাভারত, বৃহস্পতিস্মৃতি এবং পুরাণসমূহের যে সব শ্লোক মেধাতিথি প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ উল্লেখ করেছেন, মনুস্মৃতি প্রসঙ্গে সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। কিন্তু এক্ষেত্রেও সমস্যা আছে। মহাভারতের যে অংশে, যে সব পুরাণে এবং বৃহস্পতিস্মৃতিতে মনুস্মৃতির যে উল্লেখ আছে, সেই অংশগুলি এবং সেই সব পুরাণ প্রভৃতি কতটা প্রাচীন তার উপর নির্ভর করছে এর গুরুত্ব। তাছাড়া এর দ্বারা মনুস্মৃতির কোনো সংস্করণ বা শাখা উল্লিখিত হয়েছে তাও বিচার্য। এখানে বৃহস্পতিস্মৃতি তো প্রমাণরূপে গণ্য হতেই পারে না কারণ তা অর্বাচীন, এতে স্বর্ণ দীনারের উল্লেখ আছে, যা নিশ্চিতভাবেই পরবর্তীকালকে দ্যোতিত করে। আর মহাভারতের যে অংশে মনুস্মৃতির উল্লেখ আছে, যে সব পুরাণে মনুস্মৃতির কথা পাওয়া যায়, সেগুলি খুব প্রাচীন নয়। তবু বর্তমানে প্রচলিত মনুস্মৃতি ভৃগু কথিত হলেও এর বেশ কিছু অংশ অবশ্যই প্রাচীন, সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব কালের রচনা। আচার্য মনু মানবজাতির পিতারূপে পরিগণিত ও পূজিত। এসব কারণে সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে মনুর প্রাধান্য ও গুরুত্ব স্বীকৃত। মনুস্মৃতি তাই যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে প্রামাণ্য পুস্তক এবং প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য। ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে তার একচ্ছত্র, অবিসংবাদিত ও অপ্রতিহত কর্তৃত্ব। শুধু ভারতবর্ষেই মনুস্মৃতির প্রভাব সীমাবদ্ধ নেই। বহির্ভারতে, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে মনুর গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান। অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে ব্রহ্মদেশের কতক আইনের গ্রন্থে মনুর ঋণ স্পষ্টই স্বীকৃত হয়েছে। সিংহলের চুলবংশ নামক গ্রন্থে মনুর রাজধর্মের উল্লেখ আছে। চীনদেশে প্রাপ্ত একটি পুঁথিতে মনুর আইন-কানুনের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে। পারস্যের দেবগোষ্ঠীর মধ্যে বৈবস্বত মনু অন্যতম দেবতা। পারস্যে মনুর যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জানা যায় যে, রাজা দরায়ুসের সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য মনুস্মৃতির অনুসরণে আইন তৈরি হয়েছিল। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানিয়েছেন- ইন্দোনেশিয়ায় কিছু আইনের গ্রন্থ মনুসংহিতাকে

© Shodh Patra

SHODH PATRA
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN : 3048-7196, Impact Factor 6.3
Vol. 2, No. 1, Year 2025
Available online : https://shodhpatra.in/

উপজীব্য করে রচিত হয়েছে। এরূপ প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম Kutara Manawa, এই গ্রন্থের অধিকাংশ মনুর অনুসরণে রচিত। থাইল্যাণ্ডের একটি আইন গ্রন্থের নাম Phra Dharmasastra. ফিলিপাইনে মনুস্মৃতির প্রভাবের জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই দেশের সেনেট চেম্বারের আর্ট গ্যালারীতে রক্ষিত মনুর মূর্তি। ক্যাম্বোডিয়া বা কাম্পুচিয়ার একটি লেখে মনুস্মৃতির একটি শ্লোক আছে। জাপানী ভাষায় মনুস্মৃতির অনুবাদ হয়েছিল। জার্মান দার্শনিক নিৎসের বিখ্যাত Philosophy of Superman এর কিছু প্রেরণা যুগিয়েছিল মনুস্মৃতি।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে- মনু মানবজাতির পিতারূপে পরিগণিত। এবং সেই সূত্রে তিনি নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের প্রবর্তক, শাসক, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, যজ্ঞানুষ্ঠানের সৃষ্টিকর্তা এবং ব্যবহার বিষয়ে প্রামাণ্য ব্যক্তিরূপে স্বীকৃত। ভারবর্ষের বেদ- উপনিষদ- রামায়ণ-মহাভারতের মতো মনুসংহিতাও একই সঙ্গে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমভরে স্মৃত ও সমুচ্চারিত হয়। মনুর বাক্য বেদ-বাক্য। মনুর বিপরীত যে ধর্মশাস্ত্র তা ধর্মশাস্ত্র নয়, আদৌ তা কোনো শাস্ত্রই নয়- ***মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে***। ভারতীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে মনুসংহিতা। ব্যক্তি, সমাজ, রাজনীতি, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক আদর্শ, আচার-আচরণ, ব্যবহার- কার সঙ্গে যোগ নেই মনুস্মৃতির। মনুসংহিতার বারোটি অধ্যায়ে এই সমূহ বিষয়ের আলোচনা আছে। ঋষি, পরমজ্ঞানী ও মানবজাতির পিতা মনুর সংগে সূত্রকার ও ধর্মশাস্ত্রকার মনু অভিন্ন হয়ে পড়লে পর মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতাও স্মৃতিশাস্ত্রগুলির মধ্যে উচ্চ ও সম্মানজনক স্থান লাভ করেছে। অতএব বলা যায় যে- মনুসংহিতার স্থান স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল।

পরিশীলিতগ্রন্থাবলী

১) পাহাড়ী, আন্নদাশঙ্কর। সম্পাদক। মনুসংহিতা (দ্বিতীয়োঽধ্যায়)। সংস্কৃত বুক ডিপো। কোলকাতা। জুলাই, ২০১৮।

২) বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু। সম্পাদক। মনুসংহিতা (প্রথমোঽধ্যায়)। কোলকাতা।

© Shodh Patra

SHODH PATRA
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN : 3048-7196, Impact Factor 6.3
Vol. 2, No. 1, Year 2025
Available online : https://shodhpatra.in/

৩) চন্দ্র, কাশী। সম্পাদক। মনুসংহিতা (চিরপ্রভা টীকা সহিতা)। রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত সংস্থান। নবদেহলী।

৪) ভট্ট, রামেশ্বর। সম্পাদক। মনুস্মৃতি। চৌখাম্বা পাবলিকেশন। বারাণসী।

৫) শাস্ত্রী, গজানন। ব্যাখ্যাকার। মনুস্মৃতি। চৌখাম্বা সুরভারতী গ্রন্থমালা। বারাণসী।

© Shodh Patra